18-10-52

या देवी सर्वभूतेषु शक्তি রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

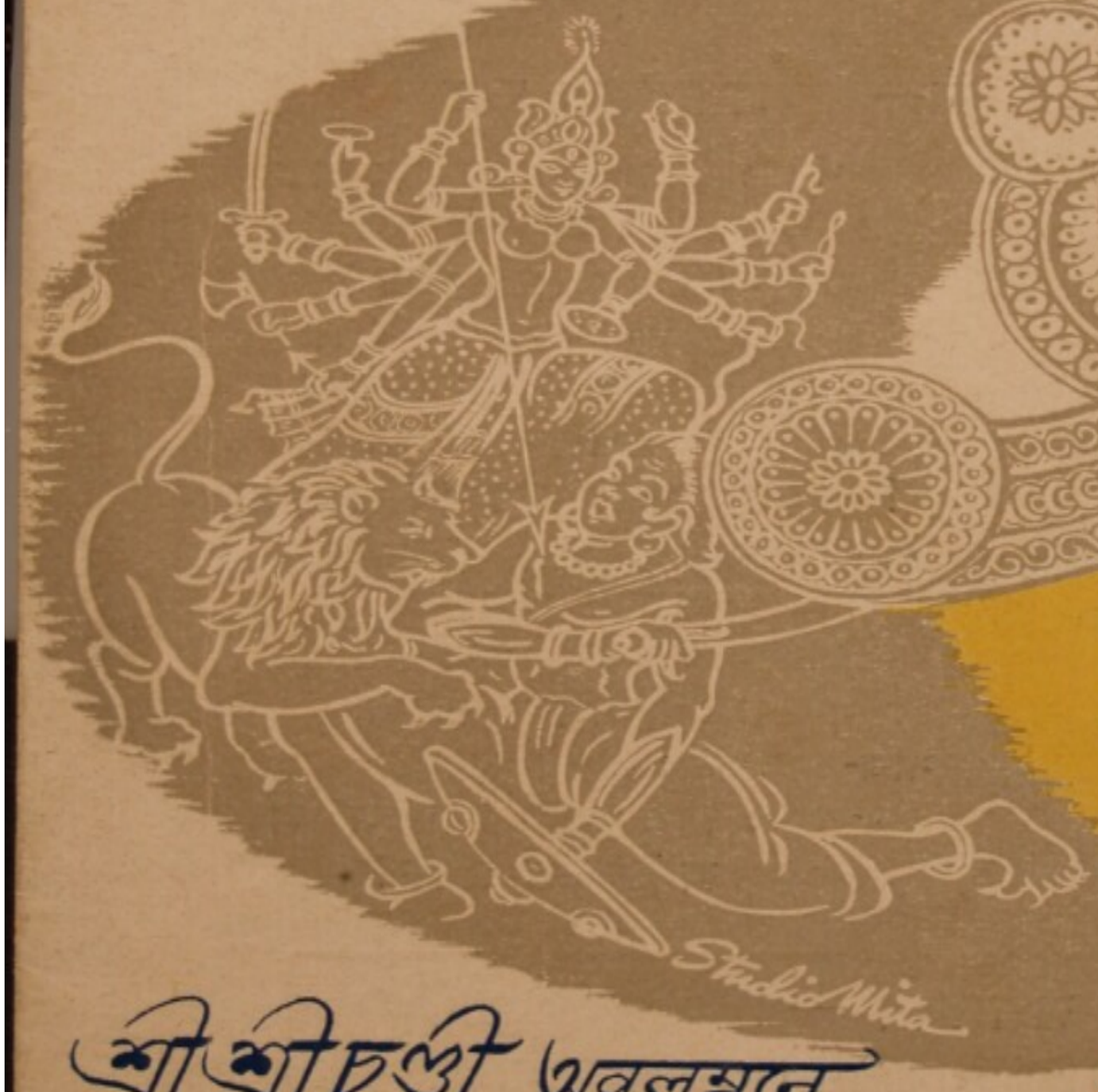

শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে

মহিষাসুর বধ

স্বর্গত জননী ও
পুণ্য জন্মভুমির উদ্দেশ্যে
—প্রযোজক

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেডের নিবেদন

মহিষাসুর বধ

কাহিনী, সংলাপ ও চণ্ডীপাঠ—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **হরি ভঞ্জ**
চিত্র-শিল্পী : **তারা দত্ত**
বিভুতি চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী : **জে, ডি, ইরাণী**
শিল্প-নির্দ্দেশক : **সুনীল সরকার**
সম্পাদক : **রবীন দাস**
নৃত্য পরিচালক : **অতীনলাল**
গোষ্ঠী চালক : **প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়**
রসায়নাগারিক : **আর, বি, মেহতা**
ধীরেন দাসগুপ্ত
পরিস্ফুটন : **বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী**
ইন্দ্রপুরী সিনে লেবরেটরী
প্রচার ব্যবস্থাপক : **দেবেন রায়**

পরিদর্শক : **শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ**
প্রধান কর্ম্মসচিব : **সমর ঘোষ**
গীতকার : **বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
লতিকা চট্টোপাধ্যায়
সুর-শিল্পী : **দক্ষিণামোহন ঠাকুর**
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : **প্রমোদ সরকার**
রূপ-সজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী**
পট-শিল্প : **কবীন্দ্র দাসগুপ্ত**
কারুশিল্প : **জীতেন পাল**
দৃশ্য সংগঠন : **গোলাম রহমান**
সাজ-সজ্জাকর : **শের আলী**
স্থির-চিত্র : **ষ্টিল ফটো সার্ভিস লিঃ**
লাইট এ্যাণ্ড শেড

— রূপায়ণে —

কমল মিত্র ★ পদ্মা দেবী
অজিতপ্রকাশ ● সন্তোষ সিংহ ● গুরুদাস ● সাবিত্রী চট্টোঃ
বাণী গাঙ্গুলী ● সুদীপ্তা রায় ● অঞ্জলী রায়
ছায়া মুখার্জ্জি ● জয়শ্রী সেন

ধীরাজ দাস : ভানু ব্যানার্জ্জি : শ্যাম লাহা : জ্যোতির্ম্ময় কুমার : গোকুল
ভূপেন : মুরারী : হরিদাস : তারাপদ : ব্রজরাজ : মনোহর : প্রতিমা
শেফালী : শিবু : হারাধন : বিনয় : নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী : বুদ্ধদেব
সুধীন : সলিল দত্ত : শশী রায় আরও অনেকে

একমাত্র পরিবেশক : **কণক ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড**

মূল্য—৵১০

মহিষাসুর বধ

কাহিনী

মহারাজা সুরথ শত্রু আর আত্মীয়দের চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁর রাজ্য ছেড়ে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন অনির্দিষ্ট পথে—শান্তি লাভের আশায়। পথেই সাক্ষাৎ হল সমাধি বৈশ্যের সাথে—উভয়েরই জীবনের ঘটনা অনুরূপ। সেও মহারাজ সুরথেরই মত সর্বস্বান্ত। অকস্মাৎ তাঁরা এসে পড়লেন মহামুনি মেধসের আশ্রমের কাছে। কানে এলো তাঁদের চণ্ডীর স্তবগান। তারপর মহামুনির কাছে জ্ঞানলাভ করলেন—মহামায়াই তাঁদের মনে আবার শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন—পারেন তাঁদের আশা পরিপূর্ণ করতে।

মহামায়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহামুনি মেধস বল্লেন যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তিই মহামায়া। তিনিই জীবকে মায়ায় ভুলিয়ে রাখেন আবার তিনিই মায়া ত্যাগ করিয়ে তাকে চরণে আশ্রয় দেন। বিচিত্র তাঁর লীলা—বিচিত্রতর সে লীলার কাহিনী।

তারপর রাজার অনুরোধে মেধসমুনি সুরু করলেন সেই অপরূপ কাহিনী—

রম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের বরলাভ করে দেব-যক্ষ-রক্ষ-দানব-মানব-গন্ধর্ব সকলের অজেয় হয়ে উঠলো। এরপরই সুরু হল মদমত্ত মহিষাসুরের অত্যাচার। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে অপ্রতিহত গতিতে চল্‌তে লাগ্‌লো তার নিষ্ঠুর নিপীড়নের লীলা—মর্ত্য আর পাতালের সর্বত্র। ক্রমে সে এগিয়ে চল্‌লো স্বর্গের দিকে—সুরু হল দেবতাদের সাথে যুদ্ধ। একে একে পরাজিত হতে লাগলেন সব দেবতাগণ। স্বর্গও জর্জরিত হয়ে উঠলো মহিষাসুরের অবর্ণনীয় অত্যাচারে। সাধারণ নারী থেকে দেবরাণী শচী দেবী পর্য্যন্ত কেহই তার নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। প্রতিকারের আশায় দেবতাগণ ছুটে গেলেন নারায়ণের কাছে। তারপর সকলের ঐকান্তিক প্রার্থনায় আবির্ভূতা হলেন মহাশক্তি মহামায়া। দেবতাগণ নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দিলেন দেবী দশভুজাকে রণ-সজ্জায়। তারপর চল্‌লো সুর ও অসুরের মহাযুদ্ধ। শক্তি-অন্ধ মহিষাসুর মহাশক্তিকেও উপেক্ষা করতে চাইলো। দেবী দুর্গা হাসলেন—

এরপর মহাশক্তির বিচিত্র লীলা মূর্ত হয়ে উঠ্‌বে রূপালী পর্দায় এবং এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে।

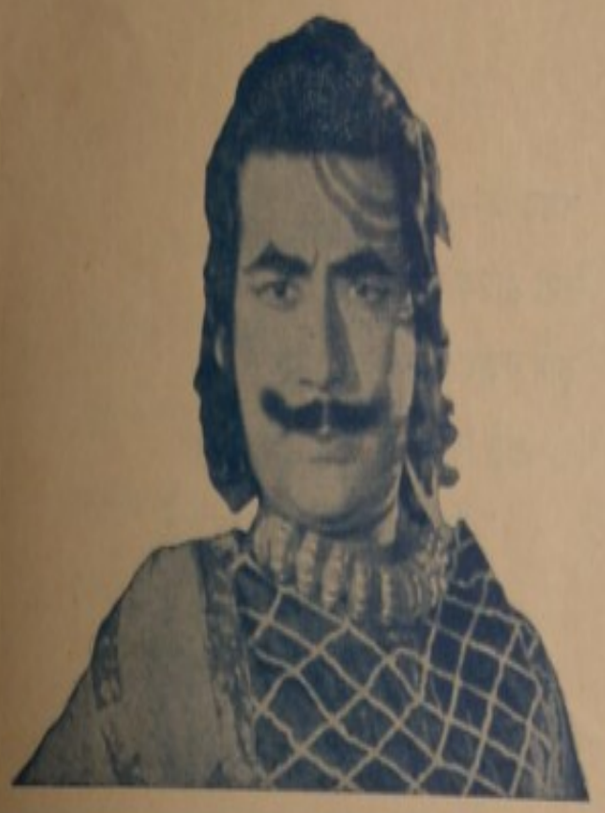

(২)

সৃষ্টি ভরা ধ্বংসে আমি নতুন দিনের আশা
মোর শূন্য তরী ব্যথার গানে পূর্ণ সুরের ভাষা
দু'চার দিনের দম্ভ ভোরে
চায় গো যে জন বাঁধতে মোরে
অলীক নেশায় ঘোরে সে হায় স্বপ্নে বাঁধে বাসা।
পলকে পলকে ঝলকি আমি
এই আছি এই নেই,
ধরা দিয়েও যে অধরা
আমিই যেগো সেই ;
রূপের মাঝে অরূপ আমি
অসীম হয়ে সীমায় নামি
মায়া আমার ছায়াকায়া মায়াই ভালবাসা ॥

(১)

রূপ দখিনার রঙ্গে
রঙ মাধুরীর ভঙ্গে
ফুলের দোলা দোলে আর দোলে খুশীর প্রাণ,
ইন্দ্রানী গো, সেই সুরেতে গাওনা তুমি গান।
আজ স্বপ্ন বুঝি এলো
মোর চক্ষে এলো মেলো
তাই কটাক্ষেতে লাস্য আনে পঞ্চশরের বাণ।
কৈলাশে নয় মর্মে মোদের নাচে অলকানন্দা
আনন্দে তাই গন্ধ দিল স্বপ্ন নিশিগন্ধা।
তাই, যে নিতে চাও হিয়া
এসো, মালা হাতে নিয়া,
আজ কোন অতনুর পুষ্পধনু রাঙায় অভিমান ॥

(৩)

শঙ্কর হে—
নমঃ এম্বক রুদ্র মহেশ্বর হে
তুমি কলুষ নাশন শঙ্কর হে,
প্রভু বিশ্বপিতা তুমি ত্রাণ করো
বিঘ্ন বিপদ হ'তে সন্তানেরে
তব ত্রিশূলে ত্রিভুবণ শঙ্কা হরে
ঐ পিনাক টঙ্কারে দুষ্ট ডরে
তব ডম্বরু গম্ভীর নির্ঘোষে যে
ভক্তে বরাভয় দান করে
আজ অন্যায় জয়ী হয় ন্যায়ের পরে
দেবতা লাঞ্ছিত দৈত্য করে
জাগো হে শঙ্কর, রুদ্র ভয়ঙ্কর,
অসত্য অন্যায় ধ্বংস তরে
তব তৃতীয় নয়নে প্রভু বহ্নি জ্বালো
আলোক আঁধারে হানো আঁধার কালো
তব বিষাণ ঝঙ্কারে পিনাক টঙ্কারে
কাঁপুক দৈত্য হিয়া শঙ্কা ভরে ॥

(৪)

জাগো মা জননী নারায়নী
জ্যোতিঃ রূপিণী জাগো
অভয়া বরদা শক্তিরূপিণী
মঙ্গলপ্রদা মাগো ।
অরুণ আকাশে তোমার জ্যোতিঃ
ফুটিয়া উঠুক করিব আরতি
এস মা জননী পরমা প্রকৃতি
প্রকাশিত হও মাগো ॥

(৫)

ফাল্গুণ অভিসারে
সাজলো যে ফুলহারে বসুন্ধরা
সেই মালা নিয়ে আমি স্বয়ম্বরা।
স্বর্গেরি অপ্সরী মধুময় ছন্দে
ভরে দিল মোর মালা পারিজাত গন্ধে।
চাঁদ দিল জোছনায়
আপনার সুধা তায়,
পরাণ ভরা সেই পরাণ ভরা
কত মধু রঙ লেগে রাঙা হ'য়ে রাঙ্গলো
জীবনের উৎসবে আজি মোর মাল্য,
তারে দেব এই মালা আজি মধু লগ্নে
রয় যে গো অন্তরে নয়নের স্বপ্নে
ক্ষণে ক্ষণে শোনে প্রাণ
মধু আহ্বান
যার মধু আহ্বান
আকুল করা ॥

(৬)

ছন্দে দোদুল দুল গো, মোরা ছন্দে দোদুল দুল গো
স্বর্গপুরীর পারিজাত, মর্ত্তালোকের বকুল গো।
পাতাল দেশের প্রেমের হাওয়ায়
দুলছি দোদুল দুল গো
আমি নন্দন কাননেরি গন্ধ
আমি স্বপ্ন নুপুরের ছন্দ,
মোরা আনন্দে চির-বসন্ত
মন রাঙান মুকুল গো —
অসুর সভা চঞ্চল হোল
আজ সুরের তরঙ্গে
যৌবন ভাঙ্গা জোয়ার জাগে
নৃত্যেরি ছন্দে, চিত্তেরি রঙ্গে,
মোরা ভেসে বেড়াই, ভাসিয়ে বেড়াই,
সব হৃদয়ের কুল গো ॥

— সহকারীগণ —

পরিচালনা : শৈলেন দত্ত
বিজলী মুখার্জ্জি
চিত্র-শিল্প : উমেদী গুপ্ত
শব্দযন্ত্র : সন্তু বোস
সম্পাদনা : শেখর চন্দ
সুরশিল্প : নির্ম্মল বিশ্বাস
কারুশিল্প : হরেন দাস
ব্যবস্থাপনা : তারাপদ ব্যানার্জ্জি
অশেষ ব্যানার্জ্জি
দীনেশ পাণ্ডে
শিল্প-নির্দ্দেশ : অমিতাভ বর্দ্ধন
রূপ-সজ্জা : দুর্গা চট্টোঃ, অনন্ত দাস
আলোক-সম্পাত : হেমন্ত, অনিল, মণীন্দ্র,
আহম্মদ হোসেন, অনিল দত্ত

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভ্‌স্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

শ্রীদেবেন রায় কর্তৃক কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স্ লিঃ, ৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, টেগোর ক্যাশ্‌ল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।